★ ভারত জাতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের
সে নিল বিদায়
প্রযোজনা - বিষ্ণুচরণ সাহা

সে নিল বিদায়

কাহিনী ও পরিচালনা : জ্যোৎস্নাময় মিত্র

চিত্রনাট্য ও সংলাপ
শচীন সেনগুপ্ত

প্রধান কর্ম্মসচিব
বিনয়রঞ্জন সাহা

সঙ্গীত : **সুবল দাসগুপ্ত**

শব্দযন্ত্রী : **ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ**
এম্, এস্‌সি

গান : **প্রণব রায়**

রসায়নাগার অধ্যক্ষ
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অশোক ব্যানার্জী

চিত্রশিল্পী : **জয়ন্তীভাই জানী**

সম্পাদনা : **অমর চট্টোপাধ্যায়**

ব্যবস্থাপনা : **ক্ষিতীশ আচার্য্য**

তত্ত্বাবধানে : **সুকুমার মিত্র**

শিল্প-নির্দ্দেশ : ঈশ্বর প্রসাদ পট্টশিল্পী : জামালউদ্দিন

রূপসজ্জা : কালিদাস দাস ও আহম্মদ আলী

স্থিরচিত্র : কৃষ্ণচন্দ্র পাইন

প্রচার চিত্র : **রূপদান**

সহকারীগণ

পরিচালনায় : বিমল রায়, সুধীর মুখোপাধ্যায়, সুনীল ঘোষ

চিত্রশিল্পে : শিশির ভট্টাচার্য্য

শব্দযন্ত্রে : মহম্মদ ইয়াসিন

সঙ্গীতে : শ্যামল দাসগুপ্ত

সম্পাদনায় : অনন্ত ঘোষ (মণ্টু)

ও ব্যবস্থাপনায় : সুহাস ব্যানার্জ্জী আশুতোষ পাল চৌধুরী

রসায়নাগারে : ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, বীরু দাস ও নৃপেন গাঙ্গুলী।

অভিনয়ে

স্মৃতিরেখা, রেণুকা রায়, প্রভা, রেবা পূর্ণিমা, মনোরমা, অনিমা, অপর্ণা, সন্তোষ সিংহ, বিপিন মুখার্জী, রবি রায়, ভানু ব্যানার্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি, কালিদাস, খগেন, কৃষ্ণধন মুখার্জী

নৃত্যে : বি, কে, মেনন ও শ্রীমতী

কৌতুক অভিনয়ে : **জহর রায়**

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

অর্কেষ্ট্রা—**এইচ, এম্, ভি** (নিউ ম্যান)

পরিবেশক • ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ

কাহিনী

একটি আকস্মিক কারণে প্রাণতোষ ঘোষ হার্ট-ফেল করে মারা গেছেন—পরীক্ষা করে এই কথাই জানালেন কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার এন্ বসু। কিন্তু কে জানতো এই আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটবে শিকারোন্মত্ত তাঁরই একমাত্র ছেলে জ্যোতির বন্দুকের আওয়াজে। দুর্দ্দৈব আর কাকে বলে? ডাক্তার বসু আর তাঁর ছেলের আফ্‌শোষের অন্ত নেই। জব্বলপুরের বিরাট জমিদারীতে বেড়াতে এসে এমন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে ঘটবে তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। প্রাণতোষ প্রাণত্যাগ করলেন—রেখে গেলেন তাঁর দুটি অবিবাহিতা মেয়ে অলকা আর মেনকাকে সহায়হীন অবস্থায়।

এই দুঃসময়ে আবির্ভূত হলো আর একটি অদ্ভুত প্রাণী—যার চাল-চলন কেমন রহস্যজনক, জীবন্ত ধূমকেতু-বিভীষিকার বিরাট প্রতিমূর্ত্তি—বললে তার নাম চক্রপাণি চাকী। আগন্তুক এসে জানতে পারলে প্রাণতোষ এইমাত্র মারা গেছে। কিছুক্ষণ কি যেন সে ভাবলে পরে ঘরের একটি দেরাজের কাছে এগিয়ে গেল এবং দেরাজটি খোলবার চেষ্টা করলো। অলকা আপত্তি জানালে আগন্তুক বললে—"টাকা-কড়ি নয়, গহনা-পত্তর নয়, চাই একখানি তুলট কাগজ হলুদ তার রং।"

এই সময়ে ডাক্তার বসু এবং জীবনকে ঘরে ঢুকতে দেখে আগন্তুক

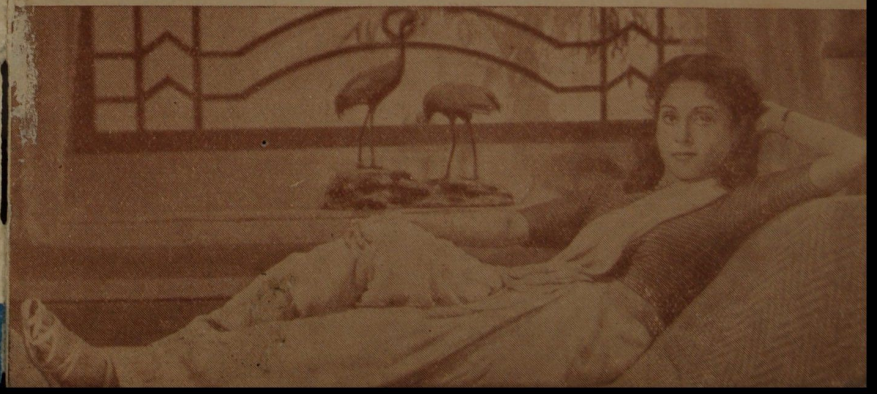

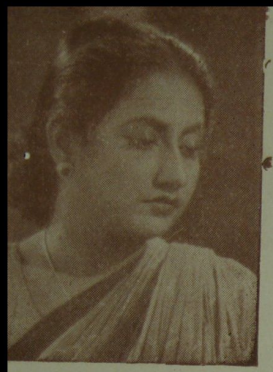

তাদের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। কে এই লোক? কি তার পরিচয় কিছুই জানেনা অলকা।

ডাক্তার বসু মেয়ে দুটিকে একলা এবাড়ীতে রেখে যেতে পারলেন না—তাই তাদের সঙ্গে করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন যতদিন না তাদের জ্যাঠতুতো ভাই মহীতোষবাবু কলিকাতা থেকে আসেন।

অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য জ্যোতি মর্ম্মাহত হয়ে পড়ল। চিঠি লিখে সে অলকাকে সমবেদনা জানায় কিন্তু সে চিঠি গিয়ে পড়ে তারই ভাবী স্ত্রী লতার হাতে। চিঠি পড়ে লতার কেমন সন্দেহ জাগে, মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। জ্যোতি বলে "এ নিছক সহানুভূতি।" লতা বলে "বাংলা ভাষা আর প্রেমিকের সাইকোলজি দুইই তার জানা আছে! আগে বেদনাবোধ, তারপর সহানুভূতি, তারপরই—প্রীতি।

স্যার কানু আর লেডি চৌধুরীর একমাত্র বিদুষী মেয়ের প্রতিদ্বন্দিনী হবার স্পর্দ্ধা রাখে এমন দুঃসাহস এই আর্টলেস অরফ্যান মেয়ে পেল কোথা থেকে।

কলিকাতায় ফিরে লতা মাকে সব কথা জানায়। লেডি চৌধুরী মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে বলেন "এসব ম্যানেজ করবার ভার তাঁরই উপর ছেড়ে দিতে হবে।" এবং মেয়েকে নিষেধ করে বলেন "এই সব নিয়ে সে যেন জ্যোতির সঙ্গে ঝগড়া করে না বসে।"

এদিকে চক্রপাণি উন্মত্ত হয়ে উঠলো, অলকাকে তার চাই—চাই সেই তুলট কাগজ হলুদ যার রং। কিন্তু কেন? কি লেখা আছে ওই কাগজে—আর অলকাকেই বা তার কি প্রয়োজন? কে বলতে পারে? চক্রপাণি ছায়ার মতন অলকাকে অনুসরণ করে কলিকাতায় এ'ল অলকার প্রতিবেশী জীবনদা-ই হ'লো এখন তার একমাত্র সহায়।

কলিকাতায় এসে জ্যাঠতুতো ভায়ের আশ্রয়ে উঠে বৌদির গঞ্জনা আর সইতে পারেনা অলকা। দুমুঠো অন্নের জন্য নগদ টাকা হাতের বালা যা কিছু সম্বল ছিল সবই সে তুলে দিলে বৌদির হাতে—অবশিষ্ট রইলো শুধু একছড়া গলার হার, এটিকেও বাঁচাবার কোন উপায় আর রইলো না। জীবনদার হাতে হার ছড়াটি তুলে দিয়ে অলকা বললে "এই হারছড়া বাঁধা দিয়ে আজই কিছু টাকা দিয়ে যেয়ো জীবনদা।" জীবন অলকাকে নিজের থেকে টাকা দিলে—কিন্তু হারছড়া করলে আত্মসাৎ।

এদিকে লতার জন্মদিনের উৎসবের তারিখ ক্রমশঃ এগিয়ে এল। ঠিক হ'লো সেই উৎসবের দিনে ডাক্তার বসু আর লেডি চৌধুরী ঘোষণা করবেন—জ্যোতি আর লতার বিয়ের শুভ-দিনটির কথা। কিন্তু জ্যোতি আর লতা দুজনেই ঠিক করলে—বিয়ের ঘোষণা তারা হতে দেবে না। এ বিয়ে হবে না। যার সঙ্গে মতের মিল হয় না—তার সঙ্গে মনের মিল কখনও হবে না। কিন্তু ঘোষণা ঠিকই হলো। তারপর ... ...

সেই উৎসব মুখরিত রাত্রে যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য ঘটলো তা ফুটে উঠবে রূপালী পর্দ্দায়।

——

গান

(১)

আমার সুরের ঢেউ লেগেছে
পাখীর কুলগানে
(মোর) আনন্দেরি রং লেগেছে
সূর্য্যমুখীর প্রাণে।

সকাল বেলার মল্লিকা ফুল
বন দেবীর কর্ণে দোদুল
এই প্রভাতে বীণাখানি
বাজ'ল সকল খানে।

অরুণ আলোর রঙে উষা
হ'ল সীমন্তিনী
প্রেমের পূজায় ধরণী আজ
যেন তপস্বিনী
নিবেদনের কুসুম সম
লুটাতে চায় হৃদয় মম
কোন দেবতার চরণ তলে
মনই তাহা জানে।

গান—প্রণব রায়

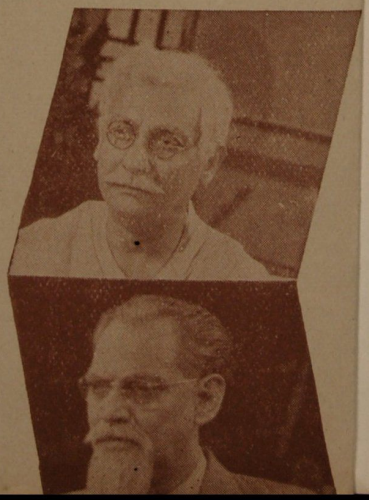

সে নিল বিদায়

(২)

তব মনের মধুবনে
কে দিল আজি দোলা
পথ ভোলায়ে দিল কে গো
হে পথ ভোলা।
সে কি গো মায়া মৃগ
সে কি গো আলেয়া
নিমিষে হ'ল বুঝি
মন দেওয়া নেওয়া।
হৃদয় যমুনা কি
হ'ল উতরোলা
কে দিল আজি দোলা
হে পথ ভোলা।
হায় গো বিরহী
তোমারি ধেয়ানে
নূতন ফাগুনের
স্বপন কে আনে।

তাই কি মালা গাঁথা
তাই ফুল তোলা
কে দিল আজি দোলা
হে পথ ভোলা।
কাহার লাগি তব
হৃদয় হারাল
কাহার রাঙা রাখি
পরাণে জড়াল।
কাহার অভিসারে
দুয়ার খোলা
কে দিল আজি দোলা
হে পথ ভোলা।

গান—প্রণব রায়

ভারত জাতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের

দ্বিতীয় নিবেদন

সন্দিহান

প্রযোজনা

বিষ্ণুচরণ সাহা

সুরশিল্পী

সুবল দাশ গুপ্ত

পরিচালনা ★ সুকুমার মিত্র

ভারত জাতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মেসার্স 'রূপদান' কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও গ্লাসগো প্রিণ্টীং কোং লঃ, হাওড়া হইতে মুদ্রিত। মূল্য—দুইআনা।